রেণুপোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- প্রতি ১,০০,০০০ পোনার জন্য প্রতিদিন ৩-৪ টি হাঁস বা মুরগির ডিমের মাইক্রোএনক্যাপসুলেটেড (কুসুম) খাদ্য হিসাবে দিন। এই ডিমগুলো দিনে চারবার ভাগ করে খাওয়ান।
- ৫ দিন পর, ডিম খাওয়ানো বন্ধ করুন, তবে সরিষার খৈল দেওয়া চালিয়ে যান। প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি ফিশমিল বা বাণিজ্যিকভাবে তৈরি নার্সারি খাদ্য প্রয়োগ করুন।
- ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের ঘনত্ব অনুযায়ী (সেক্কি ডিস্কের পঠন ২৫-৩০ সেমি) প্রতি সপ্তাহে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ৫০-৭৫ গ্রাম, টিএসপি ৫০-৭৫ গ্রাম এবং কম্পোস্ট ০.৫-১.০ কেজি হারে প্রয়োগ করুন। নার্সারি পুকুরে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করলে পানির গুণমান সহজেই খারাপ হয়ে যেতে পারে।

ধানিপোনা আহরণ

- নার্সারি পুকুরে ৩ সপ্তাহ পালনের ফলে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের রেণুপোনাগুলি ধানিপোনায় পরিণত হয়। পরজীবী সংক্রমণ, রোগ বিস্তার এবং মৃত্যুহার রোধ করার জন্য ৩ সপ্তাহের মধ্যে নার্সারি পুকুর থেকে ধানিপোনাগুলি সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে, ধানিপোনাগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রাণিকণা খেয়ে ফেলে এবং পুনরায় দ্রুত প্রাণিকণার ঘনত্ব বাড়ানো সম্ভব হয় না, কারণ ধানিপোনাগুলি এটিকে ক্রমাগত খেতে থাকে।

বিস্তারিত যোগাযোগ

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

বাড়ি ৩ (ফ্ল্যাট এ৪ এবং বি৪), সড়ক ১৩, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

ফোন : +৮৮০ ২ ৪১০৮ ০৩৭২, ৪১০৮ ০৬৭৩

ওয়েবসাইট : www.worldfishcenter.org

সম্পাদনায়: হযরত আলী, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ; সৌরভ কুমার দুবে, ওয়ার্ল্ডফিশ ইন্ডিয়া; আশুতোষ বিশ্বাস, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ; আহমেদ জামান, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ; হারুন অর রশিদ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ।

মুদ্রণে: PATHWAY.com.bd

চিত্র ঋণ: ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ/ ওয়ার্ল্ডফিশ ইন্ডিয়া

প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৪

CGIAR | INITIATIVE ON Asian Mega-Deltas

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

WorldFish CGIAR

নার্সারি

যে পুকুর বা পুকুরসমূহে রেণুপোনা লালন পালন করে মজুত পুকুরে ছাড়ার উপযোগী পোনা উৎপাদন করা হয় তাকে নার্সারি বলা হয়। নার্সারি পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের (যেমন মলা, পুঁটি, টেংরা) রেণুপোনা কিছু দিন পালন করে চাষের পুকুরে মজুদ করলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়।

নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা

রেণুপোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

প্রথমে পুকুরটি সঠিকভাবে শুকাতে হবে। পুকুরের তলা সমতল এবং ঢালু রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন করা যায়। নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির সময় নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে:

- পানি প্রবেশের আগে ঘন ফাঁসের নেট দিয়ে পুকুর পাড়ে বেষ্টনী দিন।
- নার্সারি পুকুরে ১ ফুট পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানি প্রবেশ করান।
- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন পুকুরের তলায় এবং পাড়ের ঢালে ছিটিয়ে দিন।

- চুন প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম, টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম এবং কম্পোস্ট ৫-৬ কেজি হারে প্রয়োগ করুন। টিএসপি সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে পানিতে গুলিয়ে পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিন।
- ধীরে ধীরে নার্সারি পুকুরে ২ ফুট গভীরতা পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ পানি প্রবেশ করান। যদি ভূগর্ভস্থ পানি না থাকে তবে ১০০ মাইক্রন জালের মাধ্যমে ফিল্টার করে পানি ব্যবহার করুন যাতে শিকারী পোকা বা মাছের ডিম/পোনা পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- নার্সারি পুকুরে প্রতিদিন ১.২৫ গ্রাম/বর্গ মিটার (১২.৫ কেজি/হেক্টর) হারে গাজন করা সরিষার খৈল প্রয়োগ করুন। সরিষার খৈল মূলত একটি জৈব সার হিসেবে কাজ করে।
- ছোট মাছের রেণুপোনা মজুদের আগে, নার্সারি পুকুরে একাধিকবার মশারি জাল টেনে ব্যাকসুইমার, অন্যান্য শিকারী পোকা এবং তাদের লার্ভা অপসারণ করুন।

রেণুপোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

- পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর তৃতীয় দিনে ছোট মাছের রেণুপোনা মজুদ করুন।
- প্রথমে রেণুপোনা সমৃদ্ধ পলিব্যাগটি ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখুন এবং ধীরে ধীরে ব্যাগে পুকুরের পানি দিন। পুকুর ও ব্যাগের তাপমাত্রা সমতায় আসলে ব্যাগটি কাত করে ধীরে ধীরে পুকুরে রেণুপোনাগুলি ছাড়ুন। সকাল বেলা পুকুরে রেণুপোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়।

- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের রেণুপোনা ছাড়ার ঘনত্ব ২০০/বর্গ মিটার (২ মিলিয়ন/হেক্টর) বজায় রাখুন।
- যথাযথ জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখুন, যেমন নার্সারি পুকুরের চারপাশে জালের বেড়া স্থাপন করা।
- পুকুরের গভীরতম অংশে সর্বাধিক ৫ ফুট পানি হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিদিন ৫-৬ সেন্টিমিটার নতুন পানি যোগ করা ভাল।